সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৮৩৩

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৩৯. নিরক্ষক ও অনারব লোকের ক্বিরাআতের পরিমাণ

بَابُ مَا يُجْزِئُ الْأُمِّيَّ وَالْأَعْجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

আরবী

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا

ـ ضعيف موقوف

বাংলা

৮৩৩। জাবির ইবনু ’আব্দুল্লাহ (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নফল সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় দু’আ করতাম এবং রুকূ’ ও সিজদা্ অবস্থায় তাসবীহ পড়তাম।[1]

দুর্বল মাওকূফ।

English

Jabir b. ‘Abd Allah said:
we used to offer supererogatory prayers and recite supplications while we were standing, and would glorify Allah while bowing and prostrating.

ফুটনোট

[1] এর সনদ দুর্বল হওয়ার কারণ হলো, হাসান হাদীসটি জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ থেকে শুনেননি। যেমন ‘আত-তাক্বীর’ গ্রন্থে রয়েছে। অতএব হাদীসটি মুনকাতি। আল্লামা মুনযিরী বলেন, বর্ণনাটি মাওকূফ। অতঃপর তা মুনকাতি। কেননা হাসান বাসরী হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে শুনেননি। ‘আলী ইবনুল মাদীনী এবং অন্যরাও তাই বলেছেন। পাশাপাশি হাদীসটি হাবীব ইবনু শাহিদ বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি। তা হচ্ছে “ক্বিরাআত

ব্যতীতী সালাত হয়না।'' যা ইমাম মুসলিম মারফূভাবে আবূ উমামাহ থেকে তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তা 'উবাদাহ ইবনু সামিতের হাদীসেরও পরিপন্থিঃ ''যে কেউ সালাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।'' বর্ণনাটি ফরয ও নাফল উভয় সালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=58151

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন